গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭০ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা | ৬ - ১২ জুলাই ২০১৮ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা

উদ্ধার করবে কি, কালো টাকাই তো বিজেপির প্রাণভোমরা

আমরা তখনই বলেছিলাম এটা দেশের মানুষের সাথে বিরাট একটা প্রতারণা। এবার তা হাতেনাতে ধরা পড়ল। বিদেশ থেকে সব কালো টাকা উদ্ধার করে প্রত্যেক ভারতীয়ের অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা জমা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি হোক কিংবা নোট বাতিলের মধ্য দিয়ে কালো টাকাকে চিরতরে খতম করার ঘোষণাই হোক, সবই যে আদতে দেশের মানুষের সাথে বিরাট প্রতারণা তা প্রমাণ হয়ে গেল সুইস ব্যাঙ্কের দেওয়া সাম্প্রতিক তথ্যে। তাতে দেখা যাচ্ছে, ২০১৭ সালে সেখানে ভারতীয়দের জমা টাকার পরিমাণ ৫০ শতাংশ বেড়ে ৭ হাজার কোটিতে পৌঁছেছে। এই বৃদ্ধি ঘটেছে ২০১৬-র ৮ নভেম্বর নোট বাতিলের পর। অর্থাৎ নোট বাতিলের পরও শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, কালোবাজারি, ড্রাগ ব্যবসায়ী, অস্ত্রের চোরাকারবারি, আমলা, দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিক, সেলিব্রিটিরা অবাধে কালো টাকা পাচার করেছেন বিদেশে। তা হলে নোট বাতিল করে দেশের সাধারণ মানুষের এত দুর্ভোগ, এত মৃত্যু— তার কী প্রয়োজন ছিল? এর জবাব তো প্রধানমন্ত্রীকে দিতে হবে। তিনি কী জবাব দিয়েছেন এর? আসলে ধরা পড়ে গিয়েছেন তিনি। তাই নীরবতাকেই ঢাল করেছেন তিনি। মাঠে নামিয়েছেন অন্য মন্ত্রীদের।

২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে কালো টাকা উদ্ধারকে প্রধানমন্ত্রী সহ বিজেপি নেতারা একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু করে তুলেছিলেন। কাঠগড়ায় তুলেছিলেন কংগ্রেসকে। এ কথা ঠিক, দেশে এবং দেশের বাইরে কালো টাকার রমরমা কংগ্রেস রাজত্ব থেকেই। কিন্তু গত চার

দুয়ের পাতায় দেখুন

কে বড় স্বৈরাচারী প্রতিযোগিতা বিজেপি-কংগ্রেসে

কে বড় স্বৈরাচারী এই নিয়ে তরজা চলছে বিজেপি-কংগ্রেসে। প্রধানমন্ত্রীর টুইটার-বাণী থেকে শুরু করে বর্তমানে দপ্তরহীন মন্ত্রী অরুণ জেটলি সরব হয়েছেন কংগ্রেস নেত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জারি করা জরুরি অবস্থার কালো দিনগুলি মানুষকে আবার মনে করিয়ে দিতে। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি এবং সে দলের ছোট বড় নেতারাও এ কাজে উঠে পড়ে লেগেছেন। বিজেপি সরকার জরুরি অবস্থাকে পাঠ্যবইতে অন্তর্ভুক্ত করার কথাও বলছে। এসবে রুষ্ট কংগ্রেসও পাল্টা উত্তর দিচ্ছে, স্বৈরাচারে তোমরাই বা কম কীসে? অরুণ জেটলি ইন্দিরা গান্ধিকে ফ্যাসিস্ট একনায়ক হিটলারের সাথে তুলনা করেছেন। কংগ্রেস নেতারা নরেন্দ্র মোদিকে তুলনা করেছেন মুঘল সম্রাট অওরঙ্গজেবের সাথে। দু'দলের বয়ানেই পরিষ্কার স্বৈরাচারের তকমা উভয়ের গায়েই, তবে তাদের একে অপরের মধ্যে পার্থক্য শুধু অপরাধের মাত্রায়।

কংগ্রেস নেত্রী তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন মধ্যরাতে সারা দেশে অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা জারি করেন। সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার, সভা-সমিতির অধিকার, বাক স্বাধীনতার অধিকার, সরকারের সমালোচনা করার সামান্যতম প্রচেষ্টাও নিষিদ্ধ করে দেন তিনি। সংবাদ-মাধ্যমের স্বাধীনতাকে চরম খর্ব করা হয়,

তিনের পাতায় দেখুন

কলেজে কলেজে তোলাবাজি
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিএসও-র বিক্ষোভ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাসের গেটে বিক্ষোভ ডিএসও-র। ২ জুলাই

ভর্তি নিয়ে টিএমসিপি-র তোলাবাজি
ছাত্রদের পাশে একমাত্র ডিএসও

দাদা, কলেজের অফিসটা কোন দিকে? ভর্তির ব্যাপারে খোঁজ নেব!

— কোন সাবজেক্ট?

—ভূগোল অনার্স।

— এদিকে আসুন, ৩০ হাজার লাগবে, ভর্তি হয়ে যাবে।

কলেজে ভর্তি হতে এসে এমন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছেন অনেকেই। সাবজেক্ট অনুযায়ী টাকা দিলেই ভর্তি করিয়ে দেওয়ার এই অভিযোগ শুধু এ বছর নয়, প্রতি বছরই ওঠে। মেধা তালিকায় নাম না থাকলেও শুধু অর্থের বিনিময়ে ভর্তি করিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি মেলে, আবার নাম থাকলেও টাকা দিতে না পারায় ভর্তি আটকে যায়। শাসকদলের ছাত্র সংগঠনের নেতাদের বা তাদের মদতপুষ্ট দালালদের টাকা না দিলে ভর্তির সুযোগ মেলে না। ভর্তির ক্ষেত্রে এই দুর্নীতি ও হাজার হাজার টাকা নেওয়ার ঘটনা এবারেও ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের দুশ্চিন্তা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। এর মধ্যে হঠাৎ মুখ্যমন্ত্রী নাকি আশুতোষ কলেজে গিয়ে জানতে পেরেছেন যে তোলা না দিলে ভর্তি হচ্ছে না! এটা কি বিশ্বাসযোগ্য যে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর দলের নেতাদের এই কারবার জানতেন না?

৮ জুন উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশের পর দিন থেকে স্নাতকস্তরে ভর্তির জন্য রাজ্যের কয়েক লাখ ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকেরা হন্যে হয়ে ঘুরছেন কলেজে-কলেজে। পছন্দের বিষয় নিয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য শুধু একটি কলেজে নয়, একই সঙ্গে ৭-৮টি কলেজে ফর্ম পূরণ করতে হচ্ছে সকলকেই। অন লাইনে ফর্ম পূরণ করতে প্রত্যেকটির জন্য কোথাও ২০০-৩০০-৪০০

দুয়ের পাতায় দেখুন

কোনও প্রতিশ্রুতিই পালন করেনি বিজেপি সরকার

মোদি শাসনের চার বছর

চার বছর আগের কথা ভাবুন। প্রচারের বন্যায় দেশকে একেবারে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। নরেন্দ্র মোদি 'বিকাশ পুরুষ', তাঁর নেতৃত্বে দেশে 'আচ্ছে দিন' আসছে, তাঁর শাসনে দেশের কালো টাকার মালিকরা থরথর করে কাঁপবে। বিদেশ থেকে সব কালো টাকা উদ্ধার করে সবার অ্যাকাউন্টে পনেরো লক্ষ টাকা করে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে, বছরে চাকরি পাবে দুই কোটি বেকার, কৃষকের ঘরে সুদিন ফিরবে, শ্রমিকের অন্ধকার ঘরে আশার আলো জ্বলবে, দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ ভারতে মানুষ প্রাণভরে নির্মল বায়ু সেবন করতে পারবে। বলা হয়েছিল — 'এ রাজত্বে নাহি রবে হিংসা-অত্যাচার, নাহি রবে দারিদ্র যাতনা'!

উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরা হয়েছিল গুজরাট মডেলের কথা। নরেন্দ্র মোদির মুখ্যমন্ত্রীত্বে সেখানে নাকি প্রভূত উন্নয়ন হয়েছে! নানা ভাষায়, ৮৪৩ টা টিভি চ্যানেল বছরভর এই ধরনের প্রচার চালানো হয়েছিল। শোনা যায়, এই প্রচারে বহুজাতিক কোম্পানিগুলি খরচ করেছিল এক লক্ষ কোটি টাকা। মোদিজিও সেদিন বুক বাজিয়ে বলেছিলেন, 'না খাউঙ্গা, না খানে দুঙ্গা', ঘুষ খাব না, কাউকে খেতেও দেব না। বলেছিলেন, '৬০ দিনেই মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করব'— এই রকম আরও কত কী! সংকটদীর্ণ মানুষ ভেবেছিল— হবেও বা! ভেবেছিল হয়তো মোদিজির রাজত্বে সুদিনের দেখা মিলবে। কর্পোরেট হাউস নিয়ন্ত্রিত 'মোদি বন্দনা' দেশের মানুষের মধ্যে এক ধরনের ভ্রান্ত আশার

সাতের পাতায় দেখুন